‘মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে’

মা, হ্যাপি মাদার্স ডে

লুৎফর রহমান রিটন

স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী প্রবল গণআন্দোলনে লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকরাও শামিল হয়েছিলেন সময়ের সাহসী সন্তানের ভূমিকায়। বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী সংসদের ব্যানারে রামপুরা টিভি ভবনের মূল ফটকের সামনে ১৯ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে টেলিভিশন, বেতারের শিল্পী, উপস্থাপক ও নাট্যকাররা প্রতীক অনশন করেছিলেন ১৯৮৯ সালের ২০ ডিসেম্বর। ‘শিল্পীদের প্রতীক অনশনে অবাক জলপান’

সাবিনা ইয়াসমীন

শিরোনামে আমার একটি কলাম সাপ্তাহিক খবরের কাগজে প্রকাশিত হলে প্রখ্যাত গণসঙ্গীত শিল্পী ফকির আলমগীর এতোটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে, টেলিফোনে আমার বাবাকে তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন সেই লেখার কারণে আমাকে অনেক মাশুল গুনতে হবে; কারণ তিনি ফকির আলমগীর, অসম্ভব জনপ্রিয় এবং বিপুল প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী। তিনি চাইলে আমার সর্বনাশ ঘটাতে, আমার বারোটা বাজাতে দু’ মিনিটও সময় লাগবে না। ফকিরের এহেন হুমকি-ধামকিতে কিছুটা বিচলিত আমার বাবা অনেকটা নির্লিপ্ত কণ্ঠেই বলেছিলেন, আমার ছেলেকে আমি যতোটা জানি, তাতে আমার কিন্তু মনে হয় না

আবদুল জব্বার

ও নিতান্তই দুর্বল একজন মানুষ। মনে হয় না তোমাকে ভয় পাবে বাবা। তবুও তুমি যখন বলছ, আমি তাকে সাবধান করে দেব।

রাতে বাড়ি ফিরে ঘটনাটা শুনে আমি রীতিমতো হতাশ ও বিস্মিত-গণসঙ্গীত শিল্পী মাস্তান হলেন কবে? আমার কথায়, আচরণে কিংবা লেখায় ক্ষুব্ধ তিনি হতেই পারেন কিন্তু তাই বলে টেলিফোনে আমাকে না পেয়ে আমার বাবাকে এইসব বলাটা কতোটা অমার্জিত ও অশিক্ষিত-অসভ্য -অরুচিকর আচরণ সেটা বুঝিয়ে বলতে ফকির আলমগীরকে ফোন করলাম। অনেক হম্বিতম্বি করলেন তিনি। টেলিফোনের উভয় প্রান্তেই উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। আমাদের দু’জনার চমৎকার ব্যক্তিগত সম্পর্কটির অবসান ঘটল।

দিন দুয়েক পর এক রাতে আমার মা আমাকে বললেন, আগামীকাল রাত করে বাড়ি ফিরবি না। যতো কাজই থাকুক, বিকেলের মধ্যে বাড়ি ফেরা চাই।

- ক্যানো? বিকেলের মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে ক্যানো?

- সন্ধ্যায় আমার ক’জন গেস্ট আসবে।

- গেস্ট আসবে তোমার আর সে জন্যে আমাকে ক্যানো থাকতে হবে?

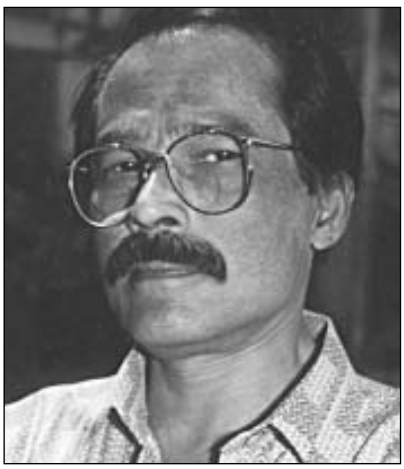

সৈয়দ আব্দুল হাদী

- এই জন্যে যে গেস্টদের আমি বলেছি তোর কথা। তোর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেব। তুই না থাকলে আমার সম্মান থাকবে না।

-এটা কেমন কথা হলো? আমার কাজ থাকতে পারে না?

-পারে, তবে কাল থাকবে না। এটা তোর মায়ের নির্দেশ।

মায়ের নির্দেশ পালন করতে পরদিন ফিরে এলাম বিকেল নাগাদ। কারণ দুপুরে মা আমাকে অফিসে ফোন করে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর নির্দেশের কথা।

ওয়ারীতে দোতলা বাড়ি আমাদের। মা-বাবা থাকেন ওপর তলায়। আমি স্ত্রী-কন্যাসহ নিচ তলায়। আমার মায়ের হাতের রান্না করা পোলাও-মাংস পৃথিবীর সেরা ডিশ। সন্ধ্যায়

পোলাওয়ের সৌরভ পুরো বাড়িটাকে উৎসবের আমেজে ভরিয়ে দিয়েছে। মায়ের আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যে জরুরি কাজ-টাজ ফেলে বাড়িতে অলস সময় কাটাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথি নারায়ণদের আগমন ঘটল। আমার স্ত্রী ফিসফিস করে জানালো- ফকির আলমগীর এসেছেন সস্ত্রীক, পুত্ররাও। আমি পলায়নের দ্রুত পরিকল্পনা কার্যকর করতে দরোজা খুলতেই দেখি মা দাঁড়িয়ে। তিনি আমাকে ওপর তলায় নিয়ে যেতে এসেছেন। শর্ত দুটো- এক. পালানো চলবে না। দুই. ফকিরের সঙ্গে ঝগড়া করা চলবে না।

প্রায় জোর করেই মা আমাকে ওপর তলায় নিয়ে গেলেন। ওপর তলায় গিয়েই দেখি এলাহী কারবার। কয়েক মিনিটেই পুরো পরিবারটাকে কব্জা করে ফেলেছেন ফকির তার অভাবনীয় আর অতুলনীয় শ্রদ্ধা-কুশলতায়। মায়ের পদধূলি নিয়ে তাঁকে সালাম-টালাম করে নিজেকে তাঁরই আরেক পুত্র হিসেবে নিজের আসনটি পাকাপোক্ত করে নিয়েছেন ফকির আলমগীর। আমাদের পরিবারের অষ্টম পুত্র হিসেবে ফকির আমার মায়ের জন্যে নিয়ে এসেছেন হার্দিক উপহার- অভিজাত রঙের একটি শাড়ি।

'আজ থেকে ফকির আলমগীর আমার আরেকটি ছেলে, খবরদার তুই ওর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করবি না, মিলেমিশে থাকবি, যা বুকে বুক মিলিয়ে নে বাবা' বলতে বলতে টানতে টানতে মা আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলেন ঘরের মাঝখানে। 'আয় ভাইডি' বলে ফকির আলমগীর জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। একটি চরম সংঘাত সম্ভাবনার অবসান ঘটল এভাবেই- অলৌকিক এক দীর্ঘ আলিঙ্গনে।

রাতে ফকির আলমগীররা ফিরে যাবার পর আমি আমার মায়ের মুখোমুখি হলাম। পুত্রের প্রাণসংহার করতে উদ্যতকে এতোটা আদর আপ্যায়নের হেতু কি মা?

মা বললেন, 'ফকির আলমগীরের গাওয়া একটি গান আমার ভীষণ প্রিয়। মায়ের একধার দুধের দাম/ কাটিয়া গায়ের চাম/ পাপোশ বানাইলেও ঋণের শোধ হবে না/ এমন দরদী ভবে কেউ হবে না আমার মা গো... গানটির কারণেই ওকে আমার ভালো লাগে। এমন গান যে গাইতে পারে তার জন্যে মায়েদের দোয়া থাকে। সব মায়ের দোয়া। তোর মায়ের দোয়াও।'

ফকির আলমগীরকে আমার হিংসে হয়। একটি অসাধারণ মায়ের গান গেয়ে আমার মায়ের মতো লক্ষ কোটি মায়ের দোয়ায় তিনি অভিষিক্ত। আজ ৯ মে বিশ্ব 'মা' দিবসে বাংলাদেশ থেকে অনেক অনেক দূরে আটলান্টিকের এই পাড়ে কানাডার অটোয়াতে আমি আমার মায়ের কথা লিখতে বসেছি

ফকির আলমগীর

জাফর ইকবাল

যখন, তখন ক্যাসেট প্লেয়ারে বাজছে ফকির আলমগীরের গাওয়া অবিস্মরণীয় মাতৃসঙ্গীত- মায়ের একধার দুধের দাম...।

দুই.

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, চিত্রকলা, চলচ্চিত্র এবং সঙ্গীত- এক কথায় শিল্পসাহিত্যের সবক'টি শাখায় মা এসেছে বারবার তার অপরূপ শাশ্বত সৌন্দর্য নিয়ে। চিরন্তন মমতাময়ী মায়ের ছবিটি আমরা পাই কালজয়ী সব লেখক-শিল্পীর রচনা ও শিল্পকর্মে। বাংলা গানের অমর গীতিকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, কমলাকান্ত, গৌরী প্রসন্ন মজুমদার, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, প্রবীর মজুমদার থেকে শুরু করে হালের তরুণতম প্রিন্স মাহমুদ পর্যন্ত সবাই মাকে নিয়ে রচনা করেছেন অসাধারণ সব গান। এদের কারো কারো 'মা' ব্যক্তি মাকে ছাড়িয়ে কখনো কখনো দেশমাতায় রূপান্তরিত হয়েছে। জননী হয়ে উঠেছে জননী জন্মভূমি।

বাংলার মাঠে প্রান্তরে একদা তো মিশে ছিলো একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি... শিশু-কিশোর সন্তান বিদায় নিচ্ছে, বলে যাচ্ছে দশ মাস দশ দিন পরে আবার জন্ম নেবে... দেশের জন্য মরতে আমি স্বচক্ষে দেখেছি। তখন মনে হয়েছে খুদিরামের মত আবার ফিরে আসবে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত এবং তরুণ কণ্ঠশিল্পীরা গেয়েছেন অপূর্ব সব গান-মাকে নিয়ে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের মা বিষয়ক গানও দর্শক-শ্রোতার হৃদয় জয় করেছে। এমনও দেখা গেছে, খুবই সাধারণ মানের কোনো কোনো চলচ্চিত্রও মায়ের গানের কল্যাণে ব্যবসা সফল হয়েছে। আমি নিজেও শুধুমাত্র মায়ের গানটির কারণে একেকটা ছবি যে কতোবার দেখেছি সিনেমা হলে গিয়ে, তার হিসাব নেই। এখনকার মতো তখন যততত্র ভিএইচএস কিংবা ডিভিডি পাওয়া যেতো না বলে সিনেমা হলে যাওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিলো না। 'সমাধি' নামের একটা ছবিতে খুরশীদ আলমের কণ্ঠে একটা গান ছিল- 'মা গো মা ওগো মা, আমারে বানাইলি তুই দিওয়ানা।' পর্দায় ঠোঁটে মিলিয়েছিলেন রাজ্জাক। সতেরোবার দেখেছিলাম সমাধি। অথচ চলচ্চিত্র হিসেবে সমাধি খুবই সাধারণ মানের। কিন্তু মায়ের গানটা ছিল হিট। সুপার হিট। আমার মতো সিনেমা পাগলের সংখ্যা দেশে তো কম ছিলো না, সুতরাং ছবিটি সুপারহিট করেছিল। প্রতিনিধি নামের একটি জগাখিচুড়ি চলচ্চিত্রে সাবিনা ইয়াসমীন গেয়েছিলেন- 'সবাই বলো মা/ মা/মায়ের দাম কি হয়?/ না/ পৃথিবীতে মায়ের নেই তুলনা/ মাগো তোমার নেই তুলনা'। পর্দায় গানটির সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছিলেন সুজাতা। 'প্রতিনিধি' ছবিটা আমি দেখেছিলাম এগারোবার। 'আগুন' নামের একটি ছবিতে রুনা লায়লা গেয়েছিলেন দুটি গান, মাকে নিয়ে- 'মাগো তুমি যেওনা আমায় একা ফেলে/ মাগো ফিরে দেখো কাঁদে তোমার ছেলে' এবং 'মাগো তোর কান্না আমি সইতে পারি না/ দোহাই মা আমার লাইগা আর কান্দিস না।' আগুন ছবিটা দেখেছিলাম আটবার খান আতার কিশোরী কন্যা রুমানা গেয়েছিল চমৎকার একটি গান 'মায়ের মতো আপন কেহ নাইরে/ মা জননী নাইরে যাহার/ ত্রিভুবনে তাহার কেহ নাইরে...।' ছবিটির নাম ছিল 'দিন যায় কথা থাকে।' দিন যায় কথা থাকে ছবিটা দেখেছিলাম সাতবার শুধুমাত্র এই গানটির কারণে। এছাড়া ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর গাওয়া 'ওরে মায়ের চেয়ে বড় কেহ নাইরে দুনিয়ায়/ মায়ের নাম মুখে নিলে শান্তি পাওয়া যায়', খুরশীদ আলম এবং মোহাম্মদ আবদুল

জব্বারের গাওয়া 'মাগো তোর চরণতলে বেহেশত আমার/ মাগো তুই খোদা তালার সেরা উপহার', সৈয়দ আবদুল হাদির মা আমার মা/ রাগ করো না', সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া 'সেই রেল লাইনের ধারে মেঠোপথটার পারে দাঁড়িয়ে/এক মধ্যবয়সী নারী এখনো রয়েছে হাত বাড়িয়ে', কুমার বিশ্বজিতের 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে/ এই কথা সত্যি হয়েছিল আমার মায়ের জীবনে', আজাদ রহমানের গাওয়া 'করো মনে ভক্তি মায়ের থাকতে হাতে দিন/ হয় না মুক্তি না শুধিলে মায়ের দুধের ঋণ', এন্ড্রু কিশোরের গাওয়া 'আমার সারা দেহ খেয়ো গো মাটি/ এই চোখ দুটো মাটি খেওনা/ আমি মরে গেলেও তারে দেখার সাধ মিটবে না গো মিটবে না/ তারে এক জনমে ভালোবেসে ভরবে না মন ভরবে না'। আবদুল জব্বারের গাওয়া ' বিদায় দাওগো বন্ধু তোমরা এবার দাও বিদায়/ মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরে যেতে চায়' ফেরদৌস ওয়াহিদের গাওয়া 'এমন একটা মা দেনা/ যে মায়ের সন্তানেরা কান্দে আবার হাসতে জানে'- গানগুলো আমার হৃদয়কে প্লাবিত করেছে। করেছে অশ্রুসিক্তও। গানগুলো শুনে এখনো প্লাবিত হই। অশ্রুসিক্ত হই।

ফেরদৌস ওয়াহিদের 'এমন একটা মা দেনা' গানটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার কৈশোরের একটি স্বর্ণালি স্মৃতি। এই গানটি তখন মাতিয়ে দিয়েছিল দেশকে। আজ থেকে আটাশ বছর আগে ১৯৭৬ সালে, বাংলা ১৩৮৩ সালে পহেলা বৈশাখে, আমরা কচি-কাঁচার মেলার সদস্যরা বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন করেছিলাম শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের শান্তিনগরের বাসভবনে। শিল্পাচার্যের বাড়ির আঙিনার সবুজ চত্বর জুড়ে শত শত শিশু-কিশোর। বারান্দায় ফরাস পেতে বসেছি আমরা কয়েকজন কিশোর-কিশোরী। আমরা কেন্দ্রীয় কচি-কাঁচার মেলার সঙ্গীত দল। আমার হাতে হারমোনিয়ম, সঙ্গীত দলের প্রধান হিসেবে। আমার ডানপাশে বসে আছেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন, সঙ্গে তাঁর মা। আমরা গাইছি এসো হে বৈশাখ এসো এসো। একের পর এক গান চলছে। হঠাৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন আমাকে বললেন, 'ওই গানটা গাওতো রিটন, এমন একটা মা দেনা যে মায়ের সন্তানেরা কান্দে আবার হাসতে জানে।' আমি হারমোনিয়মে সুর তুললাম। সবাই মিলে গেয়ে উঠলাম এমন একটা মা দেনা। আঙিনার সমস্ত শিশু-কিশোরও সুর মেলালো আমাদের সঙ্গে। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মায়ের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে হাসতে তালে তালে মাথা দুলিয়ে শিল্পাচার্যও আমাদের সঙ্গে গাইছেন- এমন একটা মা দেনা...। ('জয়নুল আবেদিন : শিল্পী ও মানুষ' নামে হাশেম খানের একটি

জেমস্

বইতে অসাধারণ মুহূর্তের আলোকচিত্রটি মুদ্রিত হয়েছে। ছবিতে আমার বাম পাশে বসা কিশোরী কণ্ঠশিল্পী মেয়েটির নাম শার্লী, আমার সতেরো বছর বয়েসী কন্যা নদীর মা।) এই অনুষ্ঠানের মাত্র দেড় মাস পরেই ক্যান্সারে মৃত্যুবরণ করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এখনও, এমন একটা মা দেনা গানটি শুনতে গেলে কিংবা গুন গুন করে গাইতে গেলে শিল্পাচার্যের আনন্দময় সান্নিধ্যের স্মৃতি ভেসে ওঠে চোখের সামনে।

সাদাকালো টেলিভিশন আমলে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে চিত্রনায়ক জাফর ইকবাল কয়েকটি গান গেয়ে মুগ্ধ করেছিলেন দর্শক-শ্রোতাদের । একটি গান ছিল মাকে নিয়ে। গানের কথা, সুর ও গায়কী সব মিলেমিশে অভূতপূর্ব একটি দ্যোতনা তৈরি হয়েছিল। গানের কথা ছিল এরকম- 'বিদেশ ঘুরে দেশে এলে/ দশ গেরামের সোনার ছেলে/ ভাইবন্ধু সবাই বলে জামা কাপড় আনছনি। আর মায় বলে/ আমার জাদু ফিরা আইছনি...।' বিটিভি এই গানটিকে ফিলার হিসেবে বহুদিন ব্যবহার করেছিল।

মাকে নিয়ে জেমস্‌ের গাওয়া 'দশমাস দশদিন তোর গর্ভে ধারণ/ কষ্টের তীব্রতায় করেছে আমায় লালন/ হঠাৎ কোথায় না বলে হারিয়ে গেল/ জন্মান্তরের বাঁধন কোথায় হারাল/ সবাই বলে ঐ আকাশে লুকিয়ে আছে/ খুঁজে দেখো পাবে দূর নক্ষত্র মাঝে/ রাতের তারা আমায় কি তুই বলতে পারিস/ কোথায় আছে কেমন আছে মা/ ওরে তারা রাতের তারা মাকে জানিয়ে দিস/ অনেক কেঁদেছি আর কাঁদতে পারি না'... গানটি আমার মতো প্রবাসী সন্তানদের বুক দুমড়ে-মুচড়ে একেবারে রক্তাক্ত করে দেয়। মা আমার এখনো বেঁচে আছেন। কিন্তু তবুও এই গানটি আমাকে অভিভূত করে। দ্রবীভূত করে অটোয়া নদীর পাড়ে বসে এই গানটি শুনতে শুনতে কতোবার যে অশ্রুসিক্ত হয়েছি! আমার অশ্রুকণা অটোয়া নদীর ঢেউয়ের সঙ্গে মিশে গেছে কতোবার, বহুবার! অটোয়া নদীর জল আমাকে সান্ত্বনা দিতে বারবার আছড়ে পড়ে আমার গায়ে। আদরের পরশ বুলিয়ে দিয়ে বলে- ভালো আছে ভালো আছে, মা তোমার ভালো আছে!

তিন.

২০০১ সালের জুন মাসের ২১ তারিখে দেশ ছেড়েছি। তখন জানতাম না দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি প্রবাসী হতে চলেছি। মাকে দেখি না কতোদিন। আর কি দেখা হবে? হুইল চেয়ারে বসে বসে মা আমার কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়, তার প্রবাসী সন্তানের মঙ্গল কামনায়। বিশ্ব মা দিবসের সকালটায় টেলিফোন সেটটা কোলে নিয়ে বসে থাকে। আটলান্টিকের এপার থেকে তাঁর প্রবাসী সন্তান তাঁকে হ্যাপি মাদার্স ডে বলবে যে!

২০০১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রকাশিত হয়েছিল আমার সম্পাদিত ছোটদের কাগজের সর্বশেষ সংখ্যাটি। ওটা ছিল মা সংখ্যা। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী অনিন্দ্যসুন্দর একটি প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছিলেন মা সংখ্যার। মায়ের সঙ্গে দীর্ঘ বিচ্ছেদের কোনো ইঙ্গিত কি বহন করছিল সংখ্যাটি? আমি কি টের পেয়েছিলাম? মা কি টের পেয়েছিল? আমি পাইনি, তবে মা মনে হয় পেয়েছিল। এখন যেমন পায়। এইতো টেলিফোনে কথা বলতে বলতে আচমকা মা জানতে চাইল- তোর কি জ্বর হয়েছে? আমি ভীষণ চমকে উঠেছিলাম, মা কেমন করে টের পেল যে আটলান্টিকের এপারে তার ছেলের গায়ে জ্বর! মায়েরা টের পেয় যায়। অদৃশ্য একটা শক্তি থাকে মায়েদের। ইন্দ্রমোহন রাজবংশীর গাওয়া গানটিতে এমন কথাই বলা হয়েছে 'সন্তান যেথায় থাকে যেমন/ভালোমন্দ কিছু হলে আগে জানে মায়ের মন/ বাঁধা আছে রক্তের ডোরে/খরব মিলে বিনা তারে।'

প্রবাস জীবনে আমি আমার কষ্টের কথা, বেদনার কথা কাউকে বলতে চাই না। মাকেও বলি না। আমার বাড়ির পাশে অটোয়া নদীর কাছে আমি আমার কষ্টের কথা বলি। দুঃখের কথা বলি। দেশের কথা বলি। মায়ের কথা বলি। সন্ধ্যা নামার আগেই চাঁদ ওঠে অটোয়ার আকাশে। মুগ্ধতা মাখানো দৃষ্টিতে আমি চাঁদকে দেখি। 'মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে, মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে'।

মা, আজ হয়তো ৯ তারিখ পার হয়ে গেছে তবু এদের মত করেই বলছি 'মা, হ্যাপি মাদার্স ডে।'

riton_bangladesh@yahoo.ca